22 MAY 2016
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

‘কোচিং বন্ধে প্রয়োজন সবার সহযোগিতা’

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. শমসের আলী বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং এক অভিশাপের নাম। কোচিংয়ে বেশি মনোযোগের কারণে শিক্ষার্থীরা এখন আর মূল বইয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সারা বছর ক্লাস করেও মূল বই রেখে গাইড বইয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ বেশি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবৈধ কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারকে কঠোর হওয়ার পাশাপাশি আইন প্রণয়নের দাবি উঠেছে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অভিভাবকসহ সবার সহযোগিতা।

শুক্রবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভির সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো সম্পাদকীয় অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ড. শমসের এ কথা বলেন। সাংবাদিক মুজতবা দানেশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন সাবেক তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম ও ঢাকার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি নীতিমালা মানা হয় না। এ নীতিমালা না মানা ঠেকাতে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথাও বলা আছে। বাস্তবে ভর্তি নীতিমালা মানা হয় না, আবার কোনো প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা অন্য কারো শাস্তিও হয় না। এ ছাড়া আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করা যাচ্ছে না। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে ড. সাদেকা হালিম বলেন, ‘কোচিং অনেক আগেই বন্ধ করা উচিত ছিল। ২০ বছর আগেও আমরা দেখেছি, স্কুল-কলেজগুলোতে কোচিং কেউ পছন্দ করত না। ক্লাসের প্রতিই সবার দৃষ্টি ছিল। এখন কোচিং বন্ধ করতে চাইলে কঠোর আইন থাকতে হবে। বাজেটে ক্রমেই শিক্ষার বরাদ্দ বাড়ছে। এটা বরাদ্দ না ধরে বিনিয়োগ হিসেবে ধরতে হবে। কারণ আমরা এ থেকে লাভ তুলতে পারব। এ জন্য এখানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।’ তিনি আরো বলেন, একজন শিশুর শিক্ষককে অভিনেতা, খেলোয়াড়, আবৃত্তিকারসহ নানা সময় নানা বৈশিষ্ট্যের হতে হয়। এটা কঠিন দায়িত্ব। তাই প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সবার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টয়লেটসহ নানা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও উপবৃত্তি দেওয়ার পরামর্শ আসতে হবে।

এ পর্যায়ে শ্যামলী নাসরিন বলেন, ‘মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে, সে অনুযায়ী আমরা হয়তো পিছিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। আগের তুলনায় আমাদের শিক্ষার অবস্থা অনেক ভালো। আমি যে বাসায় থাকি, তার পাশেই একটি বাসায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রতিদিন বিকেলে প্রতি ব্যাচে প্রায় ১৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। ওই কক্ষের অদূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সম্মানিত অভিভাবকদের। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে কেউ কেউ প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেও সংশ্লিষ্ট ওই শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে আসে। সারা দেশে যখন সাইনবোর্ড লাগিয়ে কোচিং বাণিজ্য রমরমা তখন শিক্ষকের বাসায় আলাদা একটি কামরায় প্রাইভেট টিউশনি দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সরকার যেখানে বারবার নির্দেশনা ও নীতিমালা জারি করে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে নির্বাক হয়ে গেছে, সেখানে এমন ক্ষুদ্র পরিসরে প্রাইভেট টিউশনির ঘটনা নিয়ে অবাক হওয়ার অবকাশ নেই। কোচিং বন্ধে অভিভাবকদের আরো সচেতন হতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষকদের দায়িত্ব কম নয়।’

ড. শমসের আলী বলেন, নতুনভাবে শিক্ষা আইন করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সরকার। তবে আগে এমন উদ্যোগ একাধিকবার গ্রহণ করেও সরকার শিক্ষা আইন সংসদে পাস করতে পারেনি। আবার শিক্ষা আইন পাস হলেও আইনে উল্লিখিত ধারাগুলো যথাযথভাবে কার্যকর হবে কি না তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। কেন প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে, তা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা-সমালোচনা চলছে। তাই এখনই সরকারকে আইন বাস্তবায়নের পথে এগোতে হবে। কোচিং বন্ধে একটি নীতিমালা আছে। এর পরও স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং বাণিজ্য চলছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে মনিটরিং কমিটিও কাজ করছে না। ফলে সুযোগ নিচ্ছেন অসাধু শিক্ষকরা।

টক শো

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং এক অভিশাপের নাম। কোচিংয়ে বেশি মনোযোগের কারণে শিক্ষার্থীরা এখন আর মূল বইয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সারা বছর ক্লাস করেও মূল বই রেখে গাইড বইয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ বেশি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবৈধ কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারকে কঠোর হওয়ার পাশাপাশি আইন প্রণয়নের দাবি উঠেছে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অভিভাবকসহ সবার সহযোগিতা

ড. শমসের আলী